তারিখ 28 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

## এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রে অধ্যক্ষ সম্মেলন

# বাহ্ রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাহ্!

পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় অধ্যক্ষ সম্মেলন। গত রোববার রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কলেজে সকাল থেকে একদিকে চলে এসএসসি পরীক্ষা, অন্যদিকে সারা দেশ থেকে আসা অধ্যক্ষদের নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে বসে সরকারি কলেজ অধ্যক্ষদের সম্মেলন। এতে চরম ভোগান্তির মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। পাবলিক পরীক্ষার নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। ২০০ গজের মধ্যে যে কোন প্রকার জমায়েত নিষিদ্ধ। সভা-সমাবেশ করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু যারা নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তারাই গতকাল পরীক্ষা কেন্দ্রের ১৪৪ ধারা ভাঙলেন।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটানোর এ 'শিক্ষামূলক' কাজে মাউশি কর্মকর্তার পাশাপাশি শিক্ষা সচিব এবং স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীও ভূমিকা রেখেছেন। তিনি কি একবারও পরীক্ষা কেন্দ্রে অধ্যক্ষ সম্মেলন কেন করা হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের ব্যাঘাত ঘটিয়ে এই কথাটি আয়োজকদের জিজ্ঞাসা করেছেন বা নিষেধ করেছেন? করেননি। করলে তিনি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার মাঝে মাইকে বক্তৃতা দিতে পারতেন না।

পরীক্ষা কেন্দ্রে এ সম্মেলনের আয়োজন করে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এ সংস্থার মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামান দাবি করেন, 'পরীক্ষার্থীদের যাতে কোন ধরনের অসুবিধা না হয়, সেটি খেয়াল রেখেই সম্মেলন করা হচ্ছে।' তবে অসুবিধার কথা স্বীকার করেছে শিক্ষার্থীরা। তারা বলেছে, মাইকের আওয়াজে তাদের পরীক্ষা দিতে অনেক অসুবিধা পোহাতে হয়েছে। বারবার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটেছে। অনেক পরীক্ষার্থী বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে অভিযোগ করলেও শিক্ষকরা জানিয়েছেন তারা নিরুপায়। গতকাল সকাল ১০টায় এসএসসির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের পরীক্ষা শুরু হয়। শেষ হয় দুপুর ১টায়। কিন্তু অধ্যক্ষ সম্মেলন শুরু হয় সকাল পৌনে ১০টায়। যে সময় পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রে প্রবেশ করে ঠিক ওই সময় অধ্যক্ষদের বিপুলসংখ্যক গাড়িও কেন্দ্রে প্রবেশ করে। পরীক্ষা চলাকালে দুপুর সাড়ে ১২টায় ওই কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, কিছুক্ষণ পরপরই অধ্যক্ষদের কেউ কেউ মিলনায়তন থেকে বের হয়ে বাইরে যাচ্ছেন, আবার আসছেন। ঘোরাফেরা করছেন শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রীও সেখানে বক্তব্য রাখেন।

জানা যায়, গত বছর অধ্যক্ষ সম্মেলন করা হয়েছিল সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। গত রোববার সেখানে বড় ধরনের কোন অনুষ্ঠানও ছিল না। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) ও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনেও এই সম্মেলন করা যেত। কিন্তু তা না করে সম্মেলনটি করা হলো পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে। পরীক্ষা কেন্দ্রে অধ্যক্ষ সম্মেলন করে অধ্যক্ষদের শেখানো হলো কী করে নিয়ম ভাঙতে হয়। শেখানো হলো কী করে পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনায় ফেলতে হয়। আর এভাবেই শনৈঃশনৈঃ এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। এসব অভিনব উত্তরণ মানুষকে বিস্মিত করছে।

আমরা জানতে চাই, পরীক্ষার হলে মাইক বাজিয়ে অনুষ্ঠান করার মতো 'অভূতপূর্ব চিন্তা' কার মাথা থেকে বের হলো। এত বড় চিন্তাশীল ব্যক্তির পরামর্শে যে কাজ করা হলো সেটা কি এখানেই থেমে থাকবে, নাকি এ প্রচলনও ক্রমান্বয়ে নিয়মে পরিণত হবে। অর্থাৎ রাজধানীর মতো গ্রাম-গঞ্জেও পরীক্ষার সময় মাইক বাজিয়ে বক্তৃতা দেয়া হবে। যাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তে এসব হচ্ছে তাদের দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার কতটুকু উন্নতি হবে তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। পরীক্ষার হলে মাইক বাজিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের মতো উদ্ভট কাজ একেবারে নির্বোধরাও করে না। প্রশ্ন হলো, তবে কি আমরা বোকার স্বর্গে বাস করছি?

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রতি মাউশি কর্মকর্তা, শিক্ষা সচিব ও শিক্ষামন্ত্রীর গর্হিত দায়িত্বহীনতার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছি। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে যারা এ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও শাস্তি দাবি করছি। যে দেশের মন্ত্রী এবং আমলারা পরীক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা বোঝেন না, সোৎসাহে ব্যাঘাত ঘটান সেই দেশে শিক্ষার যে কী দুরবস্থা সেটা আর ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

যারা এসব উদ্ভট সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার তাদের কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল কিনা সেটাও দেখা দরকার। শিক্ষার সব স্তরে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা আশা করি। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অসঙ্গতি থাকলে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে ভয়ানক ক্ষতির কারণ হবে, এটা ভুলে গেলে চলবে না।